কম্পিউটার মেলার আজ শেষ দিন

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গত ১২ জানুয়ারী শুরু হয়েছিল দেশের বৃহত্তম কম্পিউটার মেলা বিসিএস কম্পিউটার শো ২০০৩। আজ মেলার শেষ দিন। গত ৬দিন ধরে উৎসব ও আনন্দের যে আমেজ মেলা প্রাঙ্গনে বিরাজ করেছে– আজ সেই অনন্দের শেষ ক্ষণ। শৈত্য প্রবাহের কারণে প্রথম দিন থেকেই দর্শক সমাগম ছিল কম। প্রতিদিন গড়ে মাত্র দশহাজার দর্শক সমাগম ঘটে মেলায়। তবে প্রযুক্তি প্রেমীরা ঠিকই বৈরী আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে উপস্থিত হন মেলা প্রাঙ্গনে মেলায় উপচে পড়া ভিড় ছিল না বলে মেলার শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কর্মীরা ছিল কিছুটা রিলাক্সড। একই সাথে সময় নিয়ে ষ্টলগুলো ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছেন দর্শকবৃন্দ। বিসিএস এর বৈচিত্র্যময় আয়োজন, মেলায় অংশগ্রহণকারী বিক্রেতাদের বিভিন্ন রকমের লোভনীয় অফার, আর ক্রেতাদের এ

আয়োজনের লোভনীয় অফারের ভিড়ে হারিয়ে গিয়ে কেনাকাটা সব মিলিয়ে বলতে হয় মেলার সাফল্য ব্যর্থতার পাল্লা হেলে আছে সাফল্যের দিকেই। এবারের মেলায় সফটওয়্যারের চেয়ে বেশী বিক্রি হয়েছে হার্ডওয়্যার। আর এ হার্ডওয়্যারের যে বেশীর ভাগই ব্যবহৃত হচ্ছে বিলাস বিনোদন সংশ্লিষ্ট কাজে তা বলাই বাহুল্য। মেলার সুযোগে অনেককেই দেখা গেল প্রয়োজনীয় কেনাকাটার পাশাপাশি বিভিন্ন উপহারও বাগিয়ে নিচ্ছেন।

গত ছয়বছর ধরে সবসময় প্রতিটি মেলা দেখে আসছেন এমন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র জাকির জানান, অনেক আগের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে–যখন মেলায় সময় নিয়ে ঘুরতে পারতাম, ষ্টলগুলো দেখতে পারতাম। মনে হচ্ছে এবার সেই দিন বুঝি ফিরে এসেছে। পার্থক্য একটাই-তখন ষ্টল ছিল কম আর এখন এই প্রাঙ্গন অনেক বড়। বাড়াবাড়ি রকম ভিড় না থাকায় মেলা প্রাঙ্গনে দর্শকরা ঘুরে বেড়াতে পেরেছেন ইচ্ছেমত। হাসিতে ভেঙ্গে পড়া দুই কলেজ ছাত্রী তাদের আগমনের কারণ জানিয়েছিল সম্পূর্ন ভিন্ন। বাণিজ্যমেলা দেখতে এসে চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের স্থাপনা দেখার লোভ সামলাতে না পেরেই মূলত মেলায় ঢুকেছেন তারা। তবে এত সুন্দর আর সাজানো কম্পিউটার মেলা তাদেরও ভালো লেগেছে। আর তাই দুহাতে ভর্তি করেছে ব্রোশিওরে। ছোট্ট শান্তনু বাবার হাত ধরে ছলছলে চোখে ত্যাগ করেছে মেলা প্রাঙ্গন। কারণ হিসেবে তার বাবা তৌহিদ সাহেব জানালেন, বাসায় কম্পিউটার নেই তার, হয়ত কিনবেন কিছুদিন পর-কিন্তু শান্তনু বায়না ধরেছে ছড়া নিবে; কেননা ওদের বাসার টিভিতে শুধু বড়দের গান দেখায়।

পর্যাপ্ত পণ্য বিক্রি

মেলায় উপচে পড়া দর্শক না হওয়ায় মেলার আয়োজক বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) প্রচুর টিকেট বিক্রি করতে না পারলেও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো খুব একটা নাখোশ নন। কেননা এবার ক্রেতা-দর্শক ছিল প্রচুর। অধিকাংশ দর্শকরাই কিছু না কিছু কিনেছেন। তবে সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকেরই আক্ষেপ ছিল ষ্টল বরাদ্দের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে সফটওয়ার কর্ণার ও আইএসপি কর্ণার দেয়া নিয়ে। তাদের মতে হঠাৎ করে, হার্ডওয়্যার ষ্টল ঘুরতে ঘুরতে সফটওয়ার ষ্টলের সামনে এলে অনেক সাধারণ দর্শকই বেশ ঘাবড়ে যান।

শিশুতোষ সফটওয়্যারের প্রাধান্য

এবারের মেলায় শিশুতোষ সফটওয়্যারের প্রাধান্য ছিল লক্ষ্য করার মতো। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এ জাতীয় সিডি প্রদর্শন করে। ফরনিক্স সফট, ডিএনএস সফটওয়্যার লিঃ, সিডি মিডিয়া ইত্যাদি কোম্পানী বিভিন্ন স্বাদের শিশু উপযোগী সফটওয়্যার বিক্রি করে। এ সকল সফটওয়্যারের কোনোটি ছিল রূপকথার গল্পের, কোনাটি ছড়ার, কোনোটি বা বাংলা, ইংরেজী, অংক, ছবি এবং রঙ তুলির মিশ্রণ। আর এতো বৈচিত্র্যের কারণে শিশু-কিশোরদের পাশাপাশি তাদের বাবা মারা'ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না কোনটা রেখে কোনটা কিনবেন। এখনো দেখা গেল সিডিগুলোর দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকা কিশোরকে মা টেনে নিয়ে দাড় করিয়ে দিচ্ছেন এমনি আরেক মনিটরের সামনে। তবে পরিণতি একই আবারো সেই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকা!

বাংলার কদর

বাংলা কী বোর্ডের লে আউট প্রবর্তনে মাইক্রোসফট যতোই ভারতীদের গুরুত্ব দিক না কেন বাংলা নিয়ে গবেষণা, পরীক্ষা নিরিক্ষার বেশির ভাগই কিন্তু হয় আমাদের দেশে। বাংলায় ই-মেইল করার সুবিধা নিয়ে একাধিক সফটওয়্যার প্রদর্শিত হতে দেখা গেল এবারের মেলায়। এছাড়া বিদেশী/প্রবাসী বাংলাদেশীদের শিশু সন্তানদের কথা চিন্তা করে মেলায় এসেছে Learn Bangla নামে একটি বাংলা শিক্ষামূলক সফটওয়্যার। সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে জানা গেল প্রোগ্রামটি মূলত রপ্তানীর উদ্দেশ্যেই তৈরী করা হয়েছে। বিদেশে এর চাহিদাও বেশ। এছাড়া একাধিক টকিং ডিকশেনারী, ইংলিশ টু বাংলা, বাংলা টু ইংলিশ ডিকশেনারী প্রদর্শিত হচ্ছে। এর মধ্যে "বাঙালীয়ানা ইন্টারএক্টিভ অভিধান"টি উল্লেখযোগ্য। ৩০,০০০-এরও অধিক শব্দ ভান্ডার নিয়ে এ অভিধানটির ইন্টারফেস বেশ আকর্ষণীয়। আন্তর্জাতিক মানের বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ধর্ম এবং সাহিত্যের যুগল উপস্থিতি

এবারের শো'তে বেশ কিছু ধর্ম বিষয়ক সিডির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ডেফোডিল মাল্টিমিডিয়ার তৈরী 'হজ্ব ওমরা জিয়ারত' সিডিটি মেলা উপলক্ষ্যে মুক্তিপায়। 'হজ্ব গমনেচ্ছুক যে কেউ এ সিডিকে একটি পরিপূর্ণ গাইড হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। জানালেন এর কর্মকর্তা জনাব আনোয়ার। ৩টি সিডি সমৃদ্ধ এর মূল্য ৩০০ টাকা। অনেককেই এ সিডি সম্পর্কে খোজ নিতে দেখা গেল। এছাড়া ধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন রকমের সফটওয়্যার পসরা সাজিয়েছে আলীম সফট। তাদের আল মুজমুয়া ইসলামী ম্যাগাজিন বেশ বিক্রি হচ্ছে বলে জানা যায়। ফরনিক্স সফটের হচ্ছে বলে জানা যায়। ফরনিক্স সফটের আল কোরআন, নামাজ শিক্ষা, আরবী পড়তে শেখা ইত্যাদি মাল্টিমিডিয়া সিডিও দর্শকদের আকৃষ্ট করেছে।

স্বরণীর স্টলে পাওয়া যাচ্ছে ৯৯টি ছোট-গল্প নিয়ে সাজানো মুম রহমানের ছোট ছোট গল্প"। এ সিডিতে প্রত্যেকটি গল্পই ২০০ শব্দের দামও রাখা হচ্ছে ৯৯ টাকা। "বিসিএস কম্পিউটার শো'কে দর্শনার্থীরা সফটওয়্যারের চেয়ে হার্ডওয়্যারের মেলা হিসেবেই বেশী মনে করছেন।" টিসিএল নামে একটি সফটওয়্যার নির্মাতা স্টলে দর্শক সমাগম কম কেন জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা একথা বলেন। তবে মেলা ঘুরে তার এ বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া গেল। বেশীর ভাগ দর্শকেরই আগ্রহ নতুন নতুন হার্ডওয়্যার, হাই কনফিগারেশন, এক্সেসরিজ, নতুন পণ্যের প্রতি। মেলা উপলক্ষ্যে কেনাকাটা সারতে আসছেন অনেকে। কেউবা আসছেন শতভাগ শিক্ষিত মানুষের সংস্পর্শে থাকতে। তেমনি একজন টিভি ব্যক্তিত্ব আব্দুন নুর তুষার। "প্রতিবারই মেলায় ঘুরতে আসি কারণ এ মেলায় শুধু শিক্ষিত মানুষরাই আসে। এটার একটা অন্যরকম আনন্দ। তবে আগামীবার হয়তো নিজের প্রতিষ্ঠান নিয়েই আসব। কথা শেষ না করে বাকীর রহস্য রেখে দিলেন চমক দেখাবেন বলে।

আইসিটি মন্ত্রী ডঃ মইন খানকেও দেখা গেল এক ঝটিকা সফরে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখতে। হার্ডওয়্যারের বৈচিত্র্য আনতে বিক্রেতারা আকর্ষণীয় রকমের কেসিং এনেছেন। কম্পিউটারের ভিতর দেখা যায় এমন কেসিংও প্রদর্শিত হচ্ছে। দাম রাখা হচ্ছে ২,০০০ টাকা। মেলাতে ল্যাপটপ কম্পিউটারের উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো। ৫৪,০০০ থেকে শুরু করে ১,৬০,০০০ টাকা মূল্যের ল্যাপটপ পাওয়া যাচ্ছে। মূল্য একটু বেশী হওয়াতে দর্শকদের সামান্য নাড়াচাড়ার মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। ডেক্সটপের স্টলে compaq-এর iPAQ-নামে পকেট পিসি ডিসপ্লে হচ্ছে। মূল্য কম্পিউটার ৫৪০০০ টাকা। কম্পিউটার নির্মাতা Apple প্রদর্শন করছে তাদের আধুনিক কম্পিউটার। গেমের সরঞ্জামের কদরও বেশ। ডিজিটাল ক্যামেরার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। অল্প দামের জিনিষের প্রতি মানুষের আগ্রহ চিরন্তন। তাই অনেক কম দামেও বিভিন্ন জিনিস বিক্রি হচ্ছে। তবে এদের মান কতটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে কেউ খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছেন না। সস্তা বলে কথা!

খালি সিডি বিক্রি করছে। এরই মধ্যে বিক্রি প্রায় ৭,০০০ ছাড়িয়ে গেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেল। মাউস পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৮০ টাকায়। সারাউন্ড সাউন্ড নিয়ে ৬ স্পীকারের সিস্টেম পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ২,৮০০ টাকায়। "ইমোশন" এনেছে বহনযোগ্য এমপিথ্রি প্লেয়ার। হেড ফোনসহ স্পীকার পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ১৫০-২০০ টাকায়। গতকাল শুক্রবার মেলার দর্শক সংখ্যা ছিল এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি। বিক্রিও হয়েছে অন্য যেকোন দিনের তুলনায় তিনগুণ। এ প্রসঙ্গে এক বিক্রেতা জানান, অনেকেই আজকে দ্বিতীয়বারের মত এসেছে। আগে দেখা গেছে, এমন অনেকেই আজকে এসে কিনে নিয়ে গেছে। তবে এক্সেসরিজের ক্ষেত্রে এদিন তার পূর্ববর্তী দামের চেয়েও কিছু কম দামে বিক্রি করেছে স্টল কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া এক্সেসরিজের দোকানে অল্প-স্বল্প দরদামও হতে দেখা গেছে। 'এবার যা এসেছে সব সলিড কাস্টোমার' এমন এক মন্তব্য করতেও ছাড়েননি এক বিক্রেতা। গলাবাজি আর ছুটোছুটি করে সারাদিন কাটাতে হয়নি বলে তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই আনন্দিত। তবে বিসিএস এবার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে- এমন আভাসও দিয়েছেন কেউ কেউ। তবে গতকাল মেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত এ কথার সত্যতা পাওয়া যায়নি। মেলার শৃঙ্খলা ছিল যেকোন বারের চেয়েও চমকপ্রদ। তেমন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা যেমন ঘটেনি তেমনি শৃঙ্খলার বাড়াবাড়িও ছিল না।

আবার আসিব ফিরে

আজ শেষ হয়ে যাবে, দেশের বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তির মিলন মেলা। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির হিসাব মেলাতে বসবেন সবাই এর পরপরই। কিন্তু ফলাফল যাই হোক না কেন। সুরটা চিরচেনা। সেই জীবনান্দের আবার আসিব ফিরে। কেননা, সার্থল্য ও ব্যর্থতার হিসেবে মিলয়ে বিসিএস কর্তৃপক্ষ আবারও আয়োজন করবেন আরো গোছানো ভাবে বিসিএস কম্পিউটার শো এটাই প্রত্যাশা। ❑ মোঃ শরিফ আল মাহমুদ ও মোঃ মারুফ হোসেন